

বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন : প্রাসঙ্গিক ভাবনা

নাসিরউদ্দীন আহমেদ

১. ভূমিকা

উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিনিয়োগের জন্য সম্পদ আহরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক এ দু'ধরনের উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা যেতে পারে। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হলে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মাত্রা অবশ্যই বাড়াতে হবে। একটি দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক সম্পদ প্রধানতঃ দুটো উৎস থেকে আহরিত হয়ে থাকে : (ক) কর রাজস্ব ও (খ) কর বহির্ভূত রাজস্ব। কোনরূপ প্রত্যক্ষ সুবিধার আশা না করে জনসাধারণ বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রকে যে অর্থ প্রদান করে থাকে তাকে কর বলে। যেহেতু বাংলাদেশ সরকারের মোট রাজস্বের আশি ভাগেরও বেশী কর রাজস্ব থেকে সংগৃহীত হয় সেহেতু নিবন্ধের আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে কর রাজস্ব। কর আবার দু' প্রকার : (১) প্রত্যক্ষ কর ও (২) পরোক্ষ কর। আয়কর, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করের দৃষ্টান্ত। আমদানীর ওপর শুল্ক, বিক্রয় কর ইত্যাদি পরোক্ষ কর।

১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রচলিত কর ব্যবস্থার পরিবর্তন করে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা চালুর সুপারিশ করা হয়। বাংলাদেশে ১ লা জুলাই, ১৯৯১ থেকে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে বাংলাদেশের পরোক্ষ কর সংস্কার সাধনে মূল্য সংযোজন কর (Value added tax, সংক্ষেপে VAT)–এর উপযোগিতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। নিবন্ধটিতে বাংলাদেশের কর কাঠামো, মূল্য সংযোজন করের বৈশিষ্ট্য, এ করের প্রভাব এবং বাংলাদেশে এ কর প্রবর্তনের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নিবন্ধটি কতিপয় পুস্তক ও প্রতিবেদন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর সেলে কর্মরত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে।

২. বাংলাদেশের কর কাঠামো

সারণী-১ এ বাংলাদেশের কর কাঠামো উপস্থাপিত হলো:

সারণী-১

বাংলাদেশের কর কাঠামো (১৯৮৫-৯০)

(কোটি টাকা)						
কর	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	মোট (১৯৮৫-৯০)
	পরিমাণ শতকরা	পরিমাণ শতকরা	পরিমাণ শতকরা	পরিমাণ শতকরা	পরিমাণ শতকরা	পরিমাণ শতকরা
১। পরোক্ষ	২,৬০২ ৭৯	৩,০৩১ ৭৮	৩,৪১৭ ৭৮	৩,৭৯৬ ৭৯	৪,৫৩৬ ৭৯	১৭,৩৮২ ৭৯
(এর মধ্যে)						
শুল্ক	১,৩৩৯ ৪১	১,৫৪২ ৪০	১,৬৫৪ ৩৮	১,৮৪৫ ৩৮	২,১৯৪ ৩৮	৮,৫৯৪ ৩৯
আবগারী	৭৭২ ২৩	৯১৪ ২৪	১,১৭২ ২৭	১,৩৮৮ ২৯	১,৭৩২ ৩০	৫,৯৭৯ ২৭
বিক্রয়	৪৬০ ১৪	৫৩৯ ১৪	৫৪৩ ১২	৫০৪ ১০	৫১২ ৯	২,৫৫৮ ১২
২। প্রত্যক্ষ	৭০১ ২১	৮৩৮ ২২	৯৫৪ ২২	১,০২৭ ২১	১,২৩৪ ২১	৪,৭৫৪ ২১
(এর মধ্যে)						
আয়	৪৬২ ১৪	৫৫৩ ১৪	৬৬৪ ১৫	৭০৫ ১৫	৮৭৫ ১৫	৩,২৫৯ ১৫
ভূমি উন্নয়ন	৫৫ ২	৬৬ ২	৭৬ ২	৯২ ২	১০৪ ২	৩৮৯ ২
মোট	৩,৩০৩ ১০০	৩,৮৬৯ ১০০	৪,৩৭১ ১০০	৪,৮২৩ ১০০	৫,৭৭০ ১০০	২২,১৩৬ ১০০

উৎস : চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯০-৯৫ (খসড়া), পৃষ্ঠা - ৬।

সারণী - ১ এ বাংলাদেশে পরোক্ষ করের প্রাধান্য (৭৯%) পরিলক্ষিত হয়। পরোক্ষ করের মধ্যে শুল্ক, আবগারী ও বিক্রয় কর উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের কর প্রচেষ্টা অত্যন্ত দুর্বল। কর-জিডিপি অনুপাত ৭.৪% যা একই ধরনের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশিষ্ট দেশের চেয়ে অনেক কম। বিদ্যমান কর কাঠামোর নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক ফলাফল লক্ষ্যণীয়ঃ প্রথমতঃ কর ব্যবস্থা জিডিপির সাথে অস্থিতিস্থাপক। জিডিপি ১০০ টাকা বাড়লে কর রাজস্ব ০.৭১ টাকা বৃদ্ধি পায়। ফলে রাজস্ব বৃদ্ধির পদক্ষেপ স্বেচ্ছানুসারে প্রতি বছর নেয়া হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ কর কাঠামো রপ্তানী- পরিপন্থী। কারণ আমদানী শুল্কের কার্যকর হার (৩৯%) অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান হার (৮%) - এর চেয়ে অনেক বেশী। তৃতীয়তঃ বিদ্যমান কর কাঠামোতে উৎপাদন ও বিনিয়োগে দক্ষতা কাঁচামাল ও মূলধনী দ্রব্যাদির ওপর আরোপিত করের জন্য ব্যাহত হয়। মধ্যবর্তী দ্রব্যাদির ওপর আরোপিত করের পৌনঃপৌনিক প্রক্রিয়া রপ্তানী শিল্পকে নিরুৎসাহিত করে এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদকের উৎপাদন পছন্দ বিকৃত করে। এ ছাড়া কর কাঠামো অসম কারণ (ক) কৃষি আয়কে কর থেকে রেহাই এবং (খ) কর ছুটি ব্যক্তিগত আয় করের ভিত্তিতে ভাঙ্গন ধরায়। এ ধরনের কিছু সমস্যার সমাধান বিশেষ করে পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলি সমাধানকল্পে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন করা হয়েছে।^১

৩. মূল্য সংযোজন করের স্বরূপ

৪০টি উন্নয়নশীল দেশসহ বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশে কোন না কোন প্রকারের মূল্য সংযোজন কর প্রচলিত আছে। বিশ্বব্যাপক বাংলাদেশে কর সংস্কারের লক্ষ্যে যান্ত্রিক শিল্পসহ আমদানী স্তরে প্রাথমিক মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে।^২ মূল্য সংযোজন বলতে উৎপাদ মূল্য ও উৎপাদনের উপকরণ মূল্যের মধ্যে পার্থক্য বুঝায়। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় করদাতা একটি নির্ধারিত শতকরা হারে তার মোট উৎপাদ বিক্রয়ের ওপর উৎপাদ কর নির্ধারণ করে তার ক্রয়কৃত কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণের ওপর প্রদত্ত কর বিয়োগ করে নীট অংশটুকু কর কর্তৃপক্ষের কাছে মূল্য সংযোজন কর হিসেবে প্রদান করবে। এই করের ভিত্তি হচ্ছে চূড়ান্ত পণ্য। উপরের ধারণাকে নিম্নোক্তভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায় :

$$\begin{aligned} \text{মূল্য সংযোজন} &= \text{মোট উৎপাদ মূল্য} - \text{মোট উপকরণ মূল্য} \\ \text{মূল্য সংযোজন কর} &= \text{কর হার} \times \text{মোট উৎপাদ মূল্য} \\ &- \text{কর হার} \times \text{মোট উপকরণ মূল্য} \\ &= \text{কর হার} \quad \text{মূল্য সংযোজন} \end{aligned}$$

মূল্য সংযোজন কর গণনা পদ্ধতি 'পরিশিষ্ট-ক' এ সন্নিবেশিত হলো।

৪. মূল্য সংযোজন করের বৈশিষ্ট্য

(১) মূল্য সংযোজন করের ভিত্তি ব্যাপক। শুধুমাত্র প্রাথমিক কৃষিজাত দ্রব্যাদি ব্যতীত দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত এবং প্রক্রিয়াজাত অধিকাংশ দ্রব্যাদির ওপর বিদ্যমান আবগারী শুল্কের বদলে মূল্য সংযোজন কর ধার্য করা হয়েছে। এছাড়া আমদানীর ওপর প্রচলিত বিক্রয় করের বদলে এই কর আরোপ করা হয়েছে। শুধুমাত্র প্রশাসনিক কারণে অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত তামাকজাত দ্রব্যাদি, পেট্রোলিয়াম, জ্বালানী তেল, লুব্রিক্যান্ট ইত্যাদি প্রচলিত আবগারী করের আওতাভুক্ত থাকবে।

(২) ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে শুধু মাত্র VAT এর একটি একক হার চালু করা হয়েছে যার হার ১০% থেকে ১৫%। বাংলাদেশেও এই নতুন ব্যবস্থায় শুধুমাত্র একটি হার নির্ধারিত হয়েছে যা শতকরা ১৫ ভাগ।

(৩) পূর্বে কোন উৎপাদনকারীকে উৎপাদন উপকরণ ক্রয়ের সময় একবার এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রির সময় আবার কর দিতে হতো। কিন্তু মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা দ্বৈত করের অবসান ঘটিয়ে কেবল উৎপাদিত পণ্যের মোট বিক্রয়ের উপর ধার্য করা

১. পরিকল্পনা কমিশন : চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯০-৯৫, পৃষ্ঠা ১১১-২

২. The World Bank, Bangladesh : An Agenda for Tax Reform, Vol. I : Executive Summary and Overview, December 15, 1989, P. 15.

হয়েছে এবং উপকরণ ক্রয়ের সময় যে কর দেয়া হয় তা বাদ দিয়ে নীট অংশটুকু কর হিসেবে জমা দিতে হবে।

(৪) রপ্তানীকৃত চূড়ান্ত পণ্যে কোন কর আরোপ করা হবে না এবং রপ্তানীকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণে প্রদত্ত মূল্য সংযোজন করসহ অন্য সকল প্রকার কর ফেরত দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে রপ্তানীকারকদের উৎসাহ প্রদান করা হবে।

(৫) এই নতুন কর ব্যবস্থায় উপকরণ রেয়াতের জন্য কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রতিপরীক্ষা এবং কর ভার উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে বন্টনের জন্য কর এড়ানোর সুযোগ কমে আসে। এ ব্যবস্থায় রেয়াত কার্যকর হবার প্রেক্ষিতে ক্রেতাগণ দলিলপত্র (বিক্রয় পুস্তক, ক্রয় পুস্তক ও চলতি হিসাব পুস্তক) সংরক্ষণের জন্য নিজে থেকেই সচেতন হয়ে ওঠবেন। প্রত্যেক করদাতা পরস্পর প্রতিপরীক্ষায় লিপ্ত হন, তাই কর এড়ানো এ কর ব্যবস্থায় কঠিন হয়ে পড়ে।

(৬) যে সব ক্ষুদ্র আকারের শিল্প বা সেবা প্রদানকারী করারোপযোগ্য প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক বিক্রয় দু'লাখ টাকার কম সে সব প্রতিষ্ঠানকে এ করের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান করারোপযোগ্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন এবং যাদের বাৎসরিক টার্নওভার আইন বা বিধিমালা কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণের উপরে, তাদেরকে অবশ্যই মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে নিবন্ধিত হতে হবে। উল্লেখ্য, বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও নিবন্ধিত না হওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। এ কর ব্যবস্থায় প্রত্যেক করদাতাকে একটি নির্ধারিত ফরমে মাসিক দাখিল পত্র (মাসিক পরিশোধ ফরম) স্বীয় সার্কেল অফিসে জমা দিতে হবে। যদি কোন করদাতা যে কোন কারণে মাসিক দাখিল পত্র পরবর্তী মাসের ২০ দিনের মধ্যে জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

৫. মূল্য সংযোজন করের প্রভাব

মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনকারী সবগুলো দেশ প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু প্রশাসনিক জটিলতা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। যেহেতু বাংলাদেশে এ কর সবেমাত্র চালু হয়েছে, সেহেতু এর প্রভাব নিয়ে কথা বলার সময় হয় নি। তবে অর্থনীতিতে এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। উপাত্তের অভাবে এ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করা কঠিন কাজ। তবে কতিপয় উন্নয়নশীল দেশ (যথা- ভারত, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপাইন) যেখানে ইতিমধ্যে এই কর চালু করা হয়েছে সেখানকার অর্থনীতির ওপর এ করের কিছু সুনির্দিষ্ট প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হলো:

(ক) কর রাজস্ব : ভারত সীমিত আকারে মূল্য সংযোজন কর (MODVAT) প্রবর্তন করা সত্ত্বেও প্রবর্তনের প্রথম বছরে এ করের আওতায় পণ্য সামগ্রী থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব

৩- এই অংশটি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে রচিত : মূল্য সংযোজন কর, বাংলাদেশ কর প্রতিনিধিদলের প্রতিবেদন, জানুয়ারী ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৪-৫।

পূর্ববর্তী বছরের রাজস্ব (১২.৩%) থেকে বেড়ে ২৮.৫/- এ উন্নীত হয়। ইন্দোনেশিয়ায় এ কর অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে এ দেশটিতে বিক্রয় কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল জিডিপির মাত্র ১%। মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের ফলে ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বছরে জিডিপি ২৯%/- এ উন্নীত হয়। এ সব দেশে করের ব্যাপক ভিত্তি এবং দক্ষ প্রশাসন ও পরিচালনা পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। তবে ফিলিপাইনে কর বাস্তবায়ন সমস্যার কারণে VAT চালুর প্রথম বছরে রাজস্ব আদায়ে কিছুটা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী সময়ে অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

(খ) মূল্যসূত্রের ওপর প্রভাবঃ বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, সাধারণতঃ মূল্য সংযোজন কর মূল্যসূত্রে কোন বিরূপ প্রভাব অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় না। ভারতে এই কর প্রবর্তনকালীন সময়ে মূল্যসূত্রের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে এই কর বিপুল রাজস্ব বৃদ্ধিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মূল্যসূত্রে নাম মাত্র বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। অথচ দেশটির ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অর্থনীতিবিদরা আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে VAT -এর রাজস্ব বৃদ্ধিমূলক প্রভাবের ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। মূল্যসূত্রের ওপর এ করের ইতিবাচক প্রভাবের দুটো কারণ রয়েছে : (১) বিক্রয় করের পরিবর্তে VAT চালুকরণ ও (২) মুদ্রা সম্প্রসারণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসকরণ। ফিলিপাইনে এ কর প্রবর্তনের ফলে “ভোক্তার মূল্য সূচক” (Consumer price index) - এ সামান্য বৃদ্ধি (৭.৬% থেকে ৮.৮%) পরিলক্ষিত হয়। বিশেষজ্ঞগণ এজন্য অন্যান্য কারণ যথা- শিক্ষামূলক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের অভাব, বিক্রোত্তাগণ কর্তৃক করের সাথে সংগতি রেখে মূল্যসূত্রে সামঞ্জস্য না আনা এবং মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে অবৈধ ব্যবসায়ীদের ফায়দা লোটার প্রচেষ্টা ইত্যাদিকে দায়ী করেছেন। সর্বোপরি, ফিলিপাইনে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন করার আগে থেকেই মূল্যসূত্র উর্ধ্বগামী ছিল।

(গ) রপ্তানীর ওপর প্রভাবঃ যদিও মূল্য সংযোজন করের সাথে রপ্তানী প্রবৃদ্ধির কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই, তথাপি এটা ধারণা করা হয় যে VAT প্রবর্তনকারী দেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রপ্তানী প্রবৃদ্ধির হার বিশ্বায়কভাবে বাড়ার জন্য রপ্তানী বাটা স্কীম ও VAT যৌথভাবে দায়ী। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় রপ্তানী পণ্যের ক্ষেত্রে শূন্যহার প্রবর্তন এবং রপ্তানীকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণে প্রদত্ত মূল্য সংযোজন করসহ অন্য সকল কর ফেরত দেয়ার ফলে রপ্তানীর ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলদানে সমর্থ হবে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে যেমন ভারতের ক্ষেত্রে এই কর প্রবর্তনের পর রপ্তানী আয় ৪০% বেড়ে গিয়েছে। ফিলিপাইনের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি শতকরা ২০ ভাগ। ইন্দোনেশিয়ায় ১৯৮৬-৮৯ সময়কালে জ্বালানী তেল ব্যতীত অন্যান্য পণ্য সামগ্রী রপ্তানী থেকে আয় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

৬. বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন : কতিপয় প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

তাত্ত্বিকভাবে মূল্য সংযোজন কর অত্যন্ত ভাল ব্যবস্থা। কারণ এ কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে (১) বিদ্যমান সংকীর্ণ কর ভিত্তিকে ব্যাপককরণ করা সম্ভব, (২) কর পদ্ধতি সহজতর হয়, (৩) জিডিপি সাথে করকে স্থিতিস্থাপক করা যায়, (৪) রপ্তানীকে

উৎসাহ প্রদান এবং (৫) বিনিয়োগ ও উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়। VAT পৃথিবীর যে সব দেশে চালু আছে সেখানে মিশ্র ফলাফল পাওয়া গেছে। সত্যিকার অর্থে, এ কর ব্যবস্থার সাফল্য—ব্যর্থতা এ সব দেশে VAT প্রয়োগের পূর্বশর্তগুলো বিরাজ করার ওপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে VAT প্রবর্তনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন :

- (১) যখন কোন দেশ বিদেশী সাহায্যের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয় (বাংলাদেশে এডিপি ৯০% এর বেশী বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল), তখন এ দেশটি পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে শুরু করে। নির্ভরশীলতার ফলশ্রুতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব বহুলাংশে দাতা দেশগুলোর কাছে সমর্পণ করতে হয়। এটাকে জাষ্ট ফাল্গ্যান্ড ও জে, আর, পার্কিনসন 'পরিচালন ফাঁক' (Governance Gap) হিসেবে অভিহিত করেছেন। একটি উন্নয়নশীল দেশে নীতি নির্ধারণে বিদেশী শক্তির প্রভাব বিস্তারের ব্যক্তি পরিমাপের জন্য 'পরিচালন ফাঁক' প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়।^৪ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো অনেক সময় এ সব দেশের মৌলিক আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় না করেই তৈরী একই রকম সমাধান চাপিয়ে দিয়ে থাকে। যখন এ সব নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তখন তারা (আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো) এ সব দেশের সরকারকে অদক্ষ ও দুর্নীতিবাজ বলে আখ্যায়িত করে। পরিণামে দেশের জনগণ দুর্ভোগ পোহায়। তাই মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা চালু করার আগে এর উপযোগিতা নিয়ে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। বিদ্যমান কর কাঠামোর ওপর ব্যাপক সমীক্ষা এবং উৎপাদন, বিনিয়োগ, ভোগ, রাজস্ব, মূল্যস্তর, রপ্তানী, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী তথা সমগ্র অর্থনীতির ওপর VAT এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন।
- (২) কোন কর ব্যবস্থার সাফল্য শুধুমাত্র উন্নত কর কাঠামো ও কর হারের ওপর নির্ভর করে না বরং কিভাবে কর বাস্তবায়িত হচ্ছে তার ওপরও নির্ভরশীল। বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান দুর্বলতা হলো দুর্বল বাস্তবায়ন। VAT – এর সাফল্যও নির্ভর করে উন্নত ব্যবস্থাপনা ও উন্নত হিসাব ব্যবস্থার ওপর। ফিলিপাইনে VAT চালু করার প্রথম বছর দুর্বল বাস্তবায়নের কারণে ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও উন্নত হিসাব ব্যবস্থা চালু না করে VAT প্রবর্তন করার ফলে গুয়েতেমালায় বিপর্যয় এসেছিল ১৯৮৩ সালে যখন সে দেশে এই কর প্রথম চালু করা হয়।^৫
- (৩) VAT প্রবর্তনের অন্যতম যৌক্তিকতা হলো এ ব্যবস্থা প্রচলিত কর ব্যবস্থাকে সহজ করবে। কিন্তু প্রশাসনিক কারণে কতিপয় পণ্য যথা তামাক জাতীয় পণ্য, পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য ইত্যাদিকে VAT এর আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। প্রশাসনিক কারণটি স্পষ্ট নয়। স্বতাবতই প্রশ্ন ওঠে যে সব পণ্য সামগ্রী ও সেবাকে VAT এ আওতায় আনা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে যে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হবে না তা কি করে বলা যায়?

^৪ Just Faaland and J. R. Parkinson, Aid Conditionality-The Governance Gap (Dhaka: BIDS, January, 1989). P. 4.

^৫ Omar Haider Chowdhury, Domestic Resource Mobilization Prospects in the Fourth Five Year Plan (1990-95), A Paper presented at the Seminar on the Fourth Five Year Plan organized by the BEA, p. 13.

- (৪) কর ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করতে হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পুনর্গঠন করতে হবে। মাঠ পর্যায়সহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন শাখা/বিভাগকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করা, দায়িত্ববাহী পুনর্বিন্যাস করা, অধিক জনবল নিয়োগ এবং কর্ম পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা প্রয়োজন। ফিভাবে এ পুনর্গঠন করতে হবে তার ওপর সমীক্ষা পরিচালিত হতে পারে।
- (৫) নতুন কর ব্যবস্থা সার্থকভাবে প্রবর্তনের জন্য ব্যাপক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। কর ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে এ কর সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই করের উদ্দেশ্য, এর কাঠামো, গণনা পদ্ধতি, দলিলপত্র সংরক্ষণ ও আইনগত দিক সম্পর্কে কর দাতাদেরকে অবহিত করবেন।
- (৬) উন্নত হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য VAT কে কম্পিউটারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। কারণ কম্পিউটারের সাহায্যে উপাত্ত ও তথ্যাদি সংগ্রহ, নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও সুসংহতভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- (৭) নতুন কর ব্যবস্থার সাথে মুদ্রানীতি, মুদ্রা বিনিময় হার নীতি ও বাণিজ্য নীতির সংগতি বিধান করতে হবে।
- (৮) উন্নয়নশীল দেশের গণজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাহীনতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। 'কোমল রাষ্ট্র' বলে অভিহিত এ সব দেশে দুর্নীতিপরায়ণতা, স্বজনপ্রীতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। দুর্নীতি নির্মূল না করতে পারলে মূল্য সংযোজন কর অর্থহীন হয়ে যাবে।
- (৯) পরিশেষে বলা যায় স্বনির্ভর উন্নয়নের স্বার্থে বর্তমান ভোগের পরিমাণ ব্যাপকভাবে ত্যাগ করার জন্য জনমত গড়ে তোলা প্রয়োজন। জনগণের কাছে একটি যথাযথ জবাবদিহির ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি সম্ভব। কারণ উন্নয়ন হচ্ছে মূলতঃ একটি রাজনৈতিক দায়িত্ব।

৭. উপসংহার

স্বনির্ভর উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ আর্থিক সম্পদ আহরণের মাত্রা অবশ্যই বাড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে কর রাজস্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যমান কর ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন যথার্থ। এ কর প্রবর্তনকারী দেশসমূহ প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা প্রশাসনিক জটিলতা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। তবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ কর ব্যবস্থা চালু করার আগে কিছু প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে আলোচ্য নিবন্ধে কিছুটা ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। পরিশেষে বলা যায় যে VAT - এর সাফল্যের জন্য প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

1. Chowdhury, Omar Haider, Domestic Resource Mobilization Prospects in the Fourth Five Year Plan (1990-95). A Paper presented at the Seminar on the Fourth Five Year Plan organized by the BEA.

২. Chowdhury, Omar, Haider and and Mahabub Hossain, " Tax Structure of Bangladesh : An Overview ", The Bangladesh Development Studies, Vol. XVI, No.4, December, 1988.
৩. Faaland, Just and J. R. Parkinson, Aid Conditionality - The Governance Gap (Dhaka : BIDS, January, 1989)
৪. Government of the People's Republic of Bangladesh, The Fourth Five Year Plan 1990-95 (Draft) (Dhaka : Planning Commission, June, 1990).
৫. Haque, Wahidul and Sultan H. Rahman, An Optimal Macroeconomic Planning Model for the Bangladesh Economy : Strategies for Self-reliant Development (Dhaka : BIDS, 1988)
৬. Lewis, W. Arthur, " Economic Development with Unlimited Supplies of Labour" in A. N. Agarwala and S. P. Singh (ed.). The Economics of Underdevelopment (New Delhi : Oxford University Press, 1982)
৭. Myrdal, Gunnar, Asian Drama (Vol. II) (London : The Penguin Press, 1968)
৮. Report of the Bangladesh Tax Mission, Value Added Tax, January, 1990
৯. The World Bank, Bangladesh : An Agenda for Tax Reform (in Three Volumes), December 15, 1989.

পরিশিষ্ট-ক

মূল্য সংযোজন কর গণনা পদ্ধতি

মূল্য সংযোজন কর ধার্য প্রণালী নিম্নবর্ণিত ছকের সাহায্যে দেখানো হলো। নিম্নোক্ত ছকে আমদানীকৃত উপকরণের মূল্য ১০০ টাকা, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উৎপাদনকারীর উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদ মূল্য যথাক্রমে ৩০০ টাকা, ৪০০ টাকা এবং ৫০০ টাকা ধরা হয়েছে। শতকরা ১৫ ভাগ হারে মূল্য সংযোজন করা ধার্য করা হয়েছে।

ক	খ	গ	ঘ
সামদানী পর্যায়	প্রথম উৎপাদনকারী	দ্বিতীয় উৎপাদনকারী	তৃতীয় উৎপাদনকারী
সামদানীকৃত উপকরণের নির্ধারিত মূল্য=১০০ টাকা; ** মূল্য সংযোজন কর = ১৫ টাকা	উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদ মূল্য = ৩০০ টাকা; মূল্য সংযোজন কর = ৪৫ টাকা; প্রদত্ত নীট কর ৪৫ টাকা - ১৫ টাকা = ৩০ টাকা	উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদ মূল্য= ৪০০ টাকা; মূল্য সংযোজন কর = ৬০ টাকা; প্রদত্ত নীট কর ৬০ টাকা - ৪৫ টাকা = ১৫ টাকা	উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদ মূল্য= ৫০০ টাকা; মূল্য সংযোজন কর = ৭৫ টাকা; প্রদত্ত নীট কর ৭৫ টাকা - ৬০ টাকা = ১৫ টাকা
সরকারী রাজস্ব ১৫ টাকা	সরকারী রাজস্ব ৩০ টাকা	সরকারী রাজস্ব ১৫ টাকা	সরকারী রাজস্ব ১৫ টাকা
	+	+	+
			মোট সরকারী রাজস্ব ৭৫ টাকা

** * খরচ, বীমা ও মাসুল মূল্য (C.I.F) + আমদানী শুল্ক + উন্নয়ন সারচার্জ